ইত্তেফাক

তারিখ ১৮।১০।৮১
পৃষ্ঠা

057

প্রতীক বণ্টন

(১ম পৃঃ পর)

দ্বিপ্রহর ২টা পর্যন্ত প্রতীক বণ্টনের সময় মাঝে মাঝে প্রার্থী ও সমর্থকদের হৈ চৈ ও হুলস্থুলে বিশৃঙ্খল অবস্থার অবতাড়না ঘটে। সম্মুখে কিছু চেয়ার পাতা থাকিলেও অধিকাংশ সময় প্রার্থী ও তাহাদের সমর্থকগণ রিটানিং অফিসারকে ঘিরিয়া দাড়াইয়াছিল। প্রতীক বণ্টনের কাজে শৃংখলা ফিরাইয়া আনার জন্য কোন পুলিশ প্রহরা অথবা নির্বাচন কমিশনের অফিসার কর্মচারীদের উদ্যোগ দেখা যায় নাই।

ধানের শীষ প্রতীকটি ৪ জন প্রার্থী চাহিয়াছিলেন। তিনজন প্রার্থী ও তাহাদের সমর্থকদের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ইহা লটারীতে না দিয়া নির্বাচন নীতিমালায় একটি ধারা উল্লেখ করতঃ রিটানিং অফিসার ধানের শীষ প্রতীক বিচারপতি সাত্তাংকে প্রদান করেন। অপর যে কয়টি প্রতীকের জন্য একাধিক প্রার্থী ছিলেন, সেইগুলি লটারীতে বণ্টন করা হয়।

জেনারেল (অবঃ) এম, এ, জি ওসমানী, হাফেজজী হুজুর, ও জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা তাঁহাদের ঈপ্সিত প্রতীক লাভ করিতে পারেন নাই। জনাব ওসমানী ও তোয়াহা সাহেব লাঙ্গল প্রতীক এবং হাফেজজী হুজুর ছাতা প্রতীক চাহিয়াছিলেন। লটারীতে তাহাদের নাম উঠে নাই। লাঙ্গল প্রতীকটির জন্য সর্বাধিক ১২জন প্রার্থী আবেদন করিয়াছিলেন। লাঙ্গল প্রতীক প্রাপ্তির পক্ষে বক্তব্য রাখিতে গিয়া জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা বিক্ষুব্ধ হইয়া বলেন, আমাকে লাঙ্গল প্রতীক দেওয়া না হইলে এই নির্বাচন বর্জন করিব।

প্রতীকটি লটারীতে দেওয়ার সময় জনাব তোয়াহা তাঁহার সমর্থকদের লইয়া নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় হইতে বাহির হইয়া যান। তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরে তাঁহাকে প্রদীপ প্রতীক দেওয়া হয়।

নৌকা, সাইকেল, উড়োজাহাজ, গরুর গাড়ী, বাস, চেয়ার খেজুর গাছ, মশাল, কুঁড়েঘর, আম, গোলাপ ফুল, কোদাল, মাছ এই সকল প্রতীকগুলির জন্য একক প্রার্থী থাকায় লটারীর প্রয়োজন হয় নাই।

প্রথম দফায় ২৫টি প্রতীক বণ্টনের পর, লটারীতে পরাজিত ১৪জন প্রার্থীর তাহাদের পছন্দমত প্রতীক বরাদ্দ করা হয়।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের প্রতীক

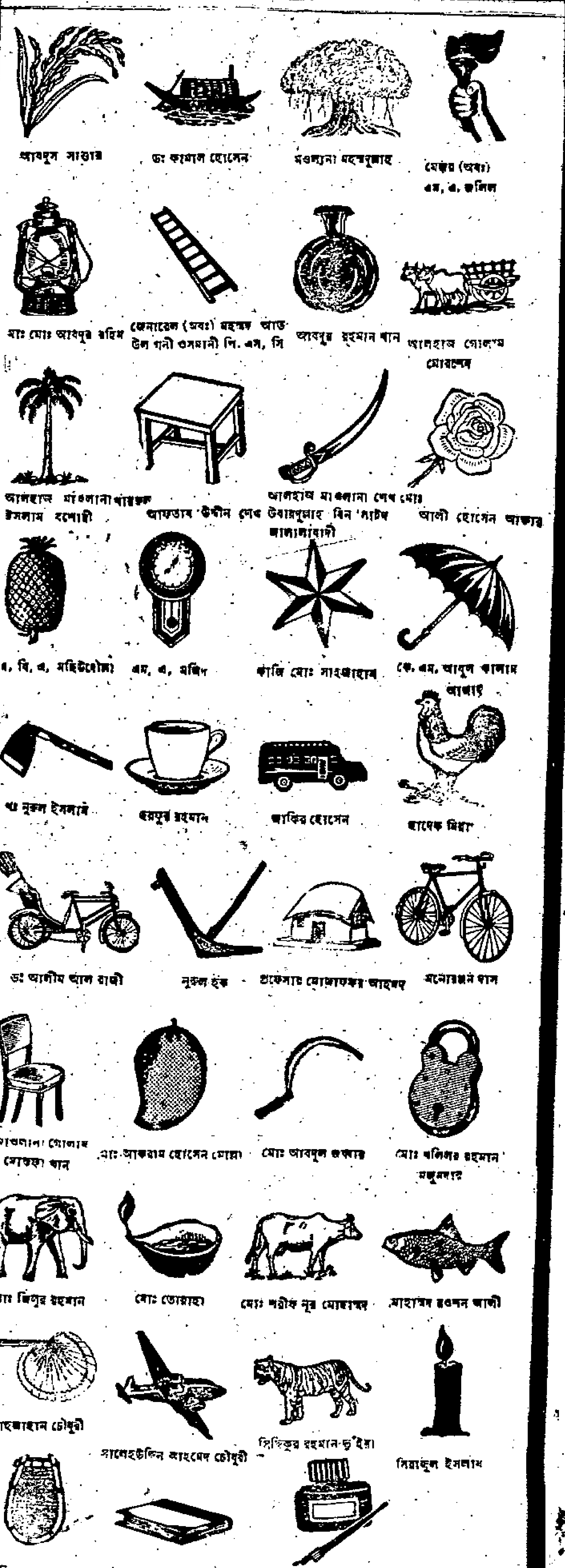

আবদুস সাত্তার — ডঃ কামাল হোসেন — মওলানা মহম্মদুল্লাহ — মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল

মাঃ মোঃ আবদুর রহিম — জেনারেল (অবঃ) মহম্মদ আতাউল গনী ওসমানী পি. এস, সি — আবদুর রহমান খান — আলহাজ গোলাম মোরশেদ

আলহাজ মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী — আফতাব উদ্দীন শেখ — আলহাজ মাওলানা শেখ মোঃ উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী — আলী হোসেন আক্তার

এ, বি, এ, মহিউদ্দৌলা — এম, এ, মজিদ — কাজি মোঃ সাহজাহান — কে. এম. আবুল কালাম আজাদ

খা নুরুল ইসলাম — হবিবুর রহমান — জাকির হোসেন — ছাদেক মিয়া

ডঃ আলীম আল রাজী — নুরুল হক — প্রফেসার মোজাফফর আহমদ — মনোরঞ্জন দাস

মাওলানা গোলাম মোস্তফা খান — এঃ আকরাম হোসেন মোল্লা — মোঃ আবদুল জব্বার — মোঃ খলিলুর রহমান মজুমদার

মোঃ জিল্লুর রহমান — মোঃ তোয়াহা — মোঃ শরীফ নূর মোহাম্মদ — মোহাম্মদ রওশন আলী

শাহজাহান চৌধুরী — সালেহউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী — সিদ্দিকুর রহমান ভূঁইয়া — সিরাজুল ইসলাম

সলিনা মজুমদার — সৈয়দ সামসুর রহমান — আনোয়ার হুসিন